GOLDSMITH'S

DESERTED VILLAGE.

Translated into Bengali Verse

BY

JODOONATH CHATTERJEE

CALCUTTA:

PRINTED BY J. H. PETERS AT THE TOMOHUR PRESS.

1862.

গোল্ডইস্মিথের কৃত

পরিত্যক্ত গ্রামনামক কাব্য।

শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় পদ্যছন্দে অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতার তমোহর যন্ত্রে

শ্রীযুত জে এচ্, পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

১৮৬২।

ভূমিকা।

এই ক্ষুদ্র কাব্যের রচনাকর্ত্তা অলিবর গোল্‌ডইস্মিথ বাল্যকালে আইয়ারলণ্ড দেশের ওয়েষ্টমিত প্রদেশে লিসয় নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে বাল্যাবস্থা গত করিয়াছিলেন। তদনন্তর কার্য্যবশতঃ নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা স্থানে বাসপূর্ব্বক বয়ো পরিণামে পুনর্ব্বার উক্ত গ্রামে আগমন করিয়া তত্রস্থ পূর্ব্ব শোভা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং তন্নিবাসি কৃষিগণের নির্ব্বাসিতাবস্থা সন্দর্শনে শোকাবিষ্ট হইয়া উক্ত গ্রামের অবরণ নাম প্রদানপূর্ব্বক উপস্থিত কাব্য রচনা করেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিষয়ে রিচার্ডসন লিখিয়াছেন যে "গোল্‌ডইস্মিথের কবিতা প্রায় সাধারণ-সমাজে সর্ব্বত্র সমাদৃত আছে। তাঁহার কবিতার মধ্যে যদিও আশ্চর্য্য রস উদ্দীপনার্থে অধিক প্রয়াশ, কিম্বা কষ্টপূর্ব্বক সকল রস মূর্ত্তিমান করণেচ্ছা দৃষ্ট হয় না, তথাচ কাব্যরসামোদি ব্যক্তিগণ তাহার সরল ভাবে, উৎকৃষ্ট অলঙ্কার রহিত বাক্যে, সুস্নিগ্ধ মধুর কারুণ্য রসে, এবং ছন্দের লালিত্যে, অবশ্যই সন্তোষ প্রাপ্ত হইতে পারেন।" কয়েক বৎসরপর্য্যন্তঃ এই কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থি ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তক হওয়াতে আমি বহু যত্নে মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই গ্রন্থ অনুবাদ করিলাম। এক্ষণে ইহা গুণগ্রাহি পাঠকগণের গৃহীত হইলে শ্রম সাফল্য জ্ঞান করিব।

পরিত্যক্ত গ্রাম।

ধরাতলে প্রিয় ধাম, অবরণ তব নাম,*
ক্ষেত্র মাঝে গ্রাম মনোহর।
পরিশ্রমি কৃষিগণে, স্বাস্থ্য সুখ শস্য দানে,
প্রফুল্ল করণে সুতৎপর॥

তোমার শোভার হেতু, প্রফুল্ল বসন্ত ঋতু,
অগ্রে আসি দেয় দরশন।
গ্রীষ্মের বিদায়কালে, প্রফুল্ল কুসুমদলে,
ত্যজিয়া না ত্যজে তব বন॥

মনোহর প্রিয় কুঞ্জে, নির্দ্দোষ আমোদ ভুঞ্জে,
গ্রামস্থ বালকপুঞ্জ সবে।
যথা আমি বাল্যকালে, নানা ক্রীড়া কুতূহলে,
থাকিতাম আনন্দ উৎসবে॥

---

* আইয়ার্লণ্ড দেশের অন্তর্গত লিয়নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীর নামান্তরে এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

সুশোভিত তৃণপত্রে, তোমার হরিত ক্ষেত্রে,
কত কাল করেছি হরণ।
সেই সব রম্যস্থান, মনোহর হয় জ্ঞান,
কৃষকের সুখের কারণ॥

মনোলোভা শোভা হেরে, কত বার পথোপরে,
দাণ্ডাইয়া দেখিয়াছি তাহা।
বেষ্টিত কুটীর কত, শস্যক্ষেত্র সুশোভিত,
উত্তম কর্ষিত হয় যাহা॥

ক্ষুদ্রতর নদী যাহে, অবিরত স্রোতঃ বহে,
কল চলিতেছে নিরন্তর।
সুন্দর গিরীজাঘর, গিরিশৃঙ্গোপরে যার,
দীর্ঘ চূড়া শোভার আকর॥

সুখশালি সে কানন, করিতেছে সুশোভন,
সুখাসন তরুর ছায়াতে।
প্রেমিকে বসিয়া যথা, চুপি চুপি কহে কথা,
গল্প করে প্রাচীন বর্গেতে॥

যখন ছুটির দিন, পাইতাম ভাগ্যাধীন,
আশীর্ব্বাদ করিতাম তায়।
পরিশ্রম অবসরে, খেলা আসি তৎপরে,
আমোদিত করিত আমায়॥

গ্রামের বালকচয়ে, শ্রমহতে মুক্ত হয়ে,
ক্রীড়া-হেতু আসি উপবনে।
বিস্তারিত তরুতলে, নানাবিধ ক্রীড়াছলে,
আমোদিত হয় সর্ব্বজনে ॥

বৃক্ষের ছায়াতে তবে, গোল হয়ে বসি সবে,
ক্রীড়া জন্য করিতেছে গোল।
বালকে করিছে দ্বন্দ্ব, হেরিছে প্রাচীন বৃন্দ,
বালকগণের গণ্ডগোল ॥

ক্রীড়া-ক্ষেত্রে মহানন্দে, কৌতুকে বালকবৃন্দে,
লম্ফ দেয় ভূমির উপরে।
অভ্যাস-কৌশলে কত, ক্রীড়া করে মনোমত,
বিক্রম প্রকাশি পরস্পরে ॥

তথাচ নাহিক ক্ষান্ত, একামোদে হলে শ্রান্ত,
তৎক্ষণাৎ বালক সকলে।
অন্য খেলা মনোনীত, করিতেছে উপস্থিত,
আমোদিত হয়ে শিশুদলে ॥

কোন স্থলে বাহু ধরি, উভয়েতে নৃত্য করি,
পাইতে চাহিছে মাত্র যশঃ।
কেহ নাহি দেয় ভঙ্গ, এ বলে উহার অঙ্গ,
নৃত্য করি করিব অবশ ॥

ঝুঁলমাখা মুখ হেরি, রাখালেরে রঙ্গ করি,
সঙ্গিগণ নাহি দেয় বলে।
রাখাল যে দিগে চায়, গোপনেতে সবে তায়,
ব্যঙ্গছলে হাসে কুতূহলে॥

কোন লজ্জাশীলা বালা, করিয়া প্রণয় ছলা,
চাহিতেছে ইঙ্গিত নয়নে।
বাটীর গৃহিণী যিনি, দৃষ্টি করিছেন তিনি,
ভৎর্সনা করিয়া তার পানে॥

ও হে সুমধুর গ্রাম, এসব শোভার ধাম,
মনোহর তোমার উদ্যান।
এই সব ক্রীড়াবশে, নূতন নূতন রসে,
ক্লেশেতে আমোদ হয় জ্ঞান॥

তব নিকুঞ্জের ধারে, মনঃ বিমোহিত করে,
এমন আমোদ ছিল কত।
সেই সব শোভা তব, ব্যক্ত করি কত কব,
এক্ষণে হয়েছে সব গত॥

সুমধুর শোভাকর, ও হে গ্রাম মনোহর,
মনোরম্য নিকুঞ্জ তোমার।
তোমার আমোদ যত, সকলি হয়েছে গত,
গেছে সেই শোভা চমৎকার॥

এরূপ আমোদ যত, যথা হয় উপস্থিত,
মানস রঞ্জন করিবারে।
বিশ্বাস না করি মন, জিজ্ঞাসা করে তখন,
লোকে কি আমোদ বলে এরে ॥

ওহে রাজনীতিজ্ঞেরা, সত্যপ্রিয় হও যাঁরা,
তোমরা সর্ব্বদা কর দৃষ্ট।
ধনাঢ্যের সুখ যাতে, বৃদ্ধি হয় বিধিমতে,
নির্ধনির সুখ যাতে নষ্ট ॥

তোমাদের সুনিশ্চয়, দর্শন উচিত হয়,
বিচার করিয়া সবিশেষ।
যেই দেশ ধনাকীর্ণ, যেই দেশ সুখে পূর্ণ,
উভয়ের ইতর বিশেষ ॥

জাহাজ করিয়া পূর্ণ, রাশীকৃত রূপা স্বর্ণ,
বণিকেরা করে আনয়ন।
নির্বোধেরা তীরে থাকি, সেই স্বর্ণমুদ্রা দেখি,
জয়ধ্বনি করে অগণন ॥

কৃপণের অভিলাষ, একেবারে হয় নাশ,
এতাদৃশ ধন অপ্রমিত।
পৃথিবীর ধনী যত, তথা হয় উপস্থিত,
বহুধন রত্নের সহিত ॥

ইহাতে যে লভ্য হয়, করিয়া দেখ নির্ণয়,
এই ধন নাম মাত্র ধন।
ব্যবহার্য্য বস্তু তায়, কিছু নাহি বৃদ্ধি পায়,
বিনিময়ে ফল কি তখন॥

ইহাই সম্পূর্ণ নয়, বহু তাহে ক্ষতি হয়,
দেখ সেই ধনপ্রাপ্ত জন।
বিস্তারিত স্থান লয়ে, মহা অহঙ্কারী হয়ে,
নির্ধনিরে করয়ে বঞ্চন॥

করে সে বাসনা নানা, প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা,
ক্রীড়া-সরোবর সুবিস্তার।
রাখিবারে ঘোড়াগাড়ী, নির্ম্মায় বৃহৎ বাড়ী,
আর এক কুক্কুর আগার॥

পট্টবস্ত্রে নিজ অঙ্গ, করি মহা রাগ রঙ্গ,
বিভূষিত করণ কারণ।
অর্দ্ধেক শস্যের ক্ষেত্র, করিতে রেসমসূত্র,
অনায়াসে করে সে গ্রহণ॥

আপনার বাসস্থান, যথা হয় দৃশ্যমান,
কত জনহীন ক্রীড়ালয়।
কুটীর নিবাসিগণে, দূর করি সেই স্থানে,
সেই বাটী সুনির্ম্মিত হয়॥

পৃথিবীর যত দ্রব্য, সুলভ্য কি দুর্লভ্য,
সব তাঁর গৃহে যাওয়া চাই।
ধরাতলে সুখভোগ, যতেক আছে সম্ভোগ,
উপভোগে বাকি কিছু নাই॥

এইরূপে সেই দেশ, সুখোদ্দেশে অবশেষ,
সুসজ্জিত হয় চমৎকার।
দেশ আড়ম্বরে পূর্ণ, কিন্তু তাহে ফলশূন্য,
উৎসন্যের হয় পূর্ব্বাকার॥

যেন কোন রূপবতী, রমণী যুবতী অতি,
সুদৃশা সুবেশ ভূষাহীন।
স্বাভাবিক রূপে যার, মনোহরে সবাকার,
যৌবন থাকয়ে যত দিন॥

বেশ ভূষা অলঙ্কারে, তুচ্ছ করি অহঙ্কারে,
ত্যাজ্য করে সে সব সৌন্দর্য্য।
হাব ভাব কটাক্ষেতে, চিত্ত হরে কটাক্ষেতে,
চাহে না সে শিল্পের সাহায্য॥

কিন্তু সে যৌবন শোভা, ক্রমে যেন ক্ষণপ্রভা,
স্থায়ি নাহি হয় বহু ক্ষণ।
লাগিয়া কালের অসি, নাশে সেই শোভা রাশি,
প্রেমিকেরা ত্যজয়ে তখন॥

তথে সেই বৃদ্ধনারী, প্রণয় বাসনা করি,
শোভা ধরে হয়ে সানুকূল।
পরিচ্ছদ নানা রঙ্গে, পরে সে আপন অঙ্গে,
সে কেবল অশক্তের মূল ॥

এই রূপে সেই দেশ, নষ্ট হয় অবশেষ,
পড়িয়া ঐশ্বর্য্য-ভোগ-লোভে।
স্বভাবতঃ সুসজ্জিত, ঐশ্বর্য্যে হয়ে বর্জিত,
সামান্য ভাবেতে আগে শোভে ॥

সে দেশ বিনাশকালে, দৃশ্য হয় সর্ব্বস্থলে,
জাঁকযমকেতে পরিপূর্ণ।
তরুগণে বিরাজিত, রাজপথ সুসজ্জিত,
অট্টালিকা শোভাতে আকীর্ণ ॥

তখন দুর্ভিক্ষ আসি, স্বভাবের শোভা নাশি,
শস্য সব করয়ে হরণ।
শোকাকুল কৃষিচয়, ক্লেশে দেশান্তরী হয়,
লয়ে নিজ দুঃখি পরিজন ॥

পড়িয়া ক্লেশ-অর্ণবে, মগ্ন হয় কৃষি সবে,
উদ্ধার না করে কেহ তায়।
তখন দেশের শোভা, হয় অতি মনোলোভা,
উদ্যান শ্মশান বলা যায় ॥

পরিত্যাজ্য কুঞ্জ তব, এক্ষণে প্রকাশে সব,
সেই অত্যাচারির ক্ষমতা ॥

একাকী যেমন আমি, এই পল্লী পরিভ্রমি,
প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াই।
তব পথ সে সময়, কেবল কণ্টকময়,
সমভূমি দেখি কত ঠাঁই ॥

অনেক বৎসর যাহা*, দৃষ্টি করিয়াছি তাহা,
স্মৃতিপথে হয় উপস্থিত।
কুটীর আছিল যথা, কণ্টককানন তথা,
এক কালে ছিল সুবর্দ্ধিত ॥

স্মরণের নিদ্রাভঙ্গে, দেখিতেছি তৎসঙ্গে,
পূর্ব্বকার ভাব অনুক্ষণ।
শোকেতে ফুলিছে বক্ষঃ, অসহ্য হতেছে দুঃখ,
পূর্ব্বাবস্থা করিয়া স্মরণ ॥

সংসার চিন্তার পুর, ভ্রমিয়াছি যত দূর,
যত দূর করেছি ঈক্ষণ।

* গ্রন্থকর্ত্তা বহু বৎসর ইউরোপ খণ্ডের নানা দেশ ভ্রমণান্তে এই গ্রামে পুনর্ব্বার আগমন করিয়া তাহার পূর্ব্ব শোভা বিহীন দৃষ্টে এই কাব্য রচনা করেন।

যত শোক দুঃখ ক্লেশ, মম ভাগ্যে সবিশেষ,
হইয়াছে ঈশ্বর-ঘটন ॥
মনে ছিল বড় আশা, নাশিয়া দুঃখের দশা,
শেষকাল কাটাইব সুখে।
থাকি এই কুঞ্জবন, করিব দেহ পতন,
জল দিব পূর্ব্বশোক দুঃখে ॥
জীবন প্রদীপ মম, নির্ব্বাণের উপক্রম,
হইবে যখন ক্রমে ক্রমে।
শ্রমরূপ বাতাঘাতে, না দিব নির্ব্বাণ হতে,
থাকি এই বিশ্রামের ধামে ॥
হইয়াছি সুপ্রাচীন, তবু নহি গর্ব্বহীন,
এখনো বাসনা ছিল মনে।
থাকি কৃষকের কাছে, যত বিদ্যা শিক্ষা আছে,
প্রকাশ করিব তার স্থানে ॥
শীতকালে কুতূহলে, সূর্য্য অস্তাচলে গেলে,
অগ্নিপার্শ্বে বসিয়া সকলে।
দেখেছি ভুগেছি যাহা, বর্ণন করিয়া তাহা,
শুনাইব কৃষক মণ্ডলে ॥
শীকারির শৃঙ্গধ্বনি, কুক্কুরের রব শুনি,
শশক যেমন প্রাণভয়ে।

দৌড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে, আপন আবাসে এসে,
থাকে পুনঃ লুক্কায়িত হয়ে ॥
সেইরূপ আমি শেষ, ভোগ করি নানা ক্লেশ,
করিয়াছিলাম অভিলাষ।
এই স্থানে পুনঃ আসি, হব জন্ম-ভূমিবাসী,
নিজাবাসে হবে দেহ নাশ ॥

আহা কি আনন্দময়, সুখের নির্জ্জনালয়,
প্রাচীনকালের প্রিয় বন্ধু।
চিন্তাহতে সদা মুক্ত, যে তব আশ্রম ভুক্ত,
না ঘটিল সেই সুখবিন্দু ॥

সুস্নিগ্ধ তরুর তলে, বাস করে কুতূহলে,
আহা মরি কত সুখী সেই।
বাল্যগত পরিশ্রমে, বৃদ্ধকালে তবাশ্রমে,
বিনাশ্রমে বঞ্চে কাল যেই ॥

সংসারেতে লোভ মোহ, মুগ্ধ করে অহরহঃ,
সেইহেতু ত্যজি সমুদয়।
যুদ্ধে রিপুজয় করা, দেখিয়া কঠিন ধারা,
পলাইয়া লয় তবাশ্রয় ॥

করিতে যাহার কর্ম্ম, নাহি লইয়াছে জন্ম,
হতভাগ্য ক্রীতদাসগণ।

দুই চক্ষুঃ ভাসে জলে, আকরে খনিজ তোলে,
কিম্বা করে সমুদ্রে গমন ॥*

যার দ্বারে নিরবধি, মহাবলবান্ ক্রোধি,
দ্বারপাল নাহি দাণ্ডাইয়া।
দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত জন, যদি করে আগমন,
দ্বারহতে দিতে তাড়াইয়া ॥

আগত দেখিয়া কাল, জানিয়া অন্তিমকাল,
করে যেই ধর্ম্ম আচরণ।
ধর্ম্মবন্ধু দেখি যারে, বন্ধুতার কর্ম্ম করে,
স্বর্গবাসি দূতেরা তখন ॥

অন্তরে তিতিক্ষা আসি, ভোগ অভিলাষ নাশি,
মৃত্যুপথ পরিষ্কার করে।
কিছু নাহি লক্ষ্য হয়, ক্রমে হয় দেহ ক্ষয়,
মগ্ন হয় সমাধি-মন্দিরে ॥

আরোহিয়া ধর্ম্মরথ, উজ্জ্বল্ দেখিছে পথ,
জীবনযাত্রার শেষাবধি।

* ক্রীত দাসগণ যাহার নিমিত্তে আকরে খনিজ উত্তোলনার্থে, কিম্বা নাবিকের কার্য্য করণার্থে, ভয়ঙ্কর সাগর মধ্যে গমন না করে।

না হতে সংসার গত, স্বর্গসুখ সমাগত,
তৎপক্ষে হয় নিরবধি ॥
দিনমণি অস্তকালে, সম্মুখবর্ত্তি অচলে,
করিতাম যখন ভ্রমণ।
কিবা সে মধুর ধ্বনি, গ্রাম্য গুঞ্জরব শুনি,
সুস্নিগ্ধ হইত মম মনঃ ॥

ধীরে ধীরে তথা আমি, নয়নের অনুগামী,
হইতাম নিশ্চিন্ত অন্তরে।
সুমধুর কলরব, নিম্নহতে আসি সব,
স্নিগ্ধচিত্ত করিত আমারে ॥

গোপাঙ্গনা করে গান, গোপাল করিছে দান,
তাহার উত্তর মহাসুখে।
যত গাভী হাম্বারবে, সুতরুণ বৎস সবে,
ডাকিতেছে নিকটে না দেখে ॥

জলপূর্ণ সরোবরে, হংস সব কেলি করে,
কলরবে উন্মত্তের প্রায়।
বিদ্যালয়হতে তবে, ক্রীড়াসক্ত শিশুসবে,
যাইতেছে হইয়া বিদায় ॥

প্রহরি কুক্কুরগণ, ডাকিতেছে ঘন ঘন,
শুনে যত পবনের রব।

করিছে বালক সব, উচ্চতর হাস্য রব,
ব্যক্ত যাহে চিন্তার অভাব ॥

একত্রেতে এই সব, সুমধুর কলরব,
ক্ষণে ক্ষণে ব্যাপিতেছে বন।
শ্যামাপক্ষী যে সময়, গান করি ক্লান্ত হয়,
শ্রুত হয় সে রব তখন ॥

কিন্তু এবে সেই সব, প্রজাপুঞ্জের গুঞ্জরব,
শ্রবণে শ্রবণ নাহি হয়।
অনিল সঞ্চল স্থলে, মনোহর কোলাহলে,
শ্রুতি নাহি করে রসময় ॥

তব পথ তৃণময়, হইয়াছে এসময়,
মনুষ্যের গমন বিহীনে।
জীবন প্রফুল্ল জ্যোতিঃ, ছিল সুশোভিত অতি,
বিলোপ হয়েছে এইক্ষণে ॥

সবেমাত্র দেখা যায়, ঐ বৃদ্ধ বিধবায়,*
আছে এই নির্জ্জন কাননে।

* কেথেরাইণ গিরাটি নাম্নী কোন বিধবা রমণী সেই নির্জ্জন কাননে একাকিনী বাস করিত।

নির্ম্মল নির্ঝর জল, বহিতেছে কলকল,
হেঁটমুখে আছে সেই স্থানে ॥
সে অতি দুর্ভাগ্যবতী, হইয়াছে কি দুর্গতি,
খাদ্যাভাবে প্রাচীন কালেতে।
নদীর তীর বসন, শাক অতি সুশোভন,
তুলিতেছে ক্ষুধার জ্বালাতে ॥
কখন কণ্টক বনে, শুষ্ক কাষ্ঠ অন্বেষণে,
যায় শীত বারণ কারণ।
নিশাতে করে গমন, যথা নিজ আচ্ছাদন,
রাত্রি যায় করিয়া রোদন ॥
যতেক নির্দ্দোষি প্রাণী, গোপাল বালকশ্রেণী,
সবে গেছে আছে অভাগিনী।
এ স্থানের ইতিহাস, করিতেছে সুপ্রকাশ,
শোকাকুল হয়ে সে রমণী ॥
এই তরুগণ কাছে, যথায় অদ্যাপি আছে,
নানা ফুল আপনি স্ফুটিত।
এক কালে এই স্থলে, বিবিধ কুসুমদলে,
উদ্যান আছিল সুশোভিত ॥
ঐ অল্প ছিন্ন লতা, বর্দ্ধিত হতেছে যথা,
দেখে হয় স্থানের নির্ণয়।

গ্রাম্য পুরোহিত* যিনি, বাস করিতেন তিনি,
তথা এক সামান্য আলয় ॥
যত লোক এদেশীয়, তিনি সকলের প্রিয়,
সবে তাঁরে করিত সম্মান।
চারি শত মুদ্রা আয়, বৎসরেতে ছিল তায়,
মান ছিল ধনির সমান ॥
নগরহইতে দূরে, পল্লী মধ্যে বাস করে,
ধর্ম্মপথে ছিল তাঁর গতি।
সদা এই গ্রামে বাস, নাহি ছিল অভিলাষ,
অন্য স্থানে করিতে বসতি ॥
দেখিয়া কালের গতি, মতান্তর হওয়া রীতি,
নাহি ছিল পেলে বহু রত্ন।
তোষামোদ মহামোদ, নাহি ছিল হেন বোধ,
করিবারে সম্পদের যত্ন ॥
অন্য অর্থ অভিলাষ, করিত হৃদয়ে বাস,
আপনার অভ্যাসের গুণে।
আপনি পাইলে ধন, যত সুখী হৈত মনঃ,
তাহাপেক্ষা পেলে দুঃখি জনে ॥

*গ্রাম্য পুরোহিত গ্রন্থকর্ত্তার মাতুল রেবরেণ্ড কন্টেরাইন্।

পরিত্যক্ত গ্রাম।

তব উপবন ছিন্ন, দুরাত্মার কর চিহ্ন,*
দৃষ্ট হয় তাহাতে এখন।
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র তব, ছিন্নভিন্ন হয়ে সব,
দুঃখরাশি করিছে বর্দ্ধন॥

এক জন প্রভু হয়ে, সমুদায় দেশ লয়ে,
বসিয়াছে করি সব গ্রাস।
তোমার সুচারু ক্ষেত্র, অর্দ্ধ কৃষিকার্য্য তত্র,
পূর্ব্বাপেক্ষা হইয়াছে হ্রাস॥

তব সুনির্ম্মল নদী, আর কভু তদবধি,
না দেখায় অরুণের জ্যোতিঃ।
শৈবালে আকীর্ণ কায়, স্রোতঃ নাহি দেখা যায়,
বন দিয়া করিতেছে গতি॥

তোমার নির্জন বনে, সবে মাত্র এক জনে,
বাস করি থাকে অনুক্ষণ।
অতি কটুস্বরকারী, বারিচর নামধারী,
পক্ষী বাসা করিছে রক্ষণ॥

তোমার অরণ্য পথে, টিটীর বিহঙ্গ যাথে,
ইতস্ততঃ হতেছে উড্ডীন।

* জেনেরেল রবর্ট নেপিয়ার।

এক্ ৰূপ করিধ্বনি, তার প্রতিধ্বনি শুনি,
শ্রুতি শ্রান্ত করে অনুদিন॥

তোমার নিকুঞ্জ চিহ্ন, সমুদায় উৎসন্ন,
ছিন্নভিন্ন হয়েছে এখন।
পতিত প্রাচীর গায়, নবং তৃণ তায়,
এসময় হতেছে বর্দ্ধন॥

ভয়ে ভীত রোমাঞ্চিত, হয়ে তাহে সকম্পিত,
সেই অত্যাচারির কারণ।
তোমার সন্তানগণ, ত্যজি তব উপবন,
বহুদূর করেছে গমন॥

যথায় ধনির ধন, বৃদ্ধি হয় অনুক্ষণ,
দীনহীনগণ হয় হ্রাস।
সে স্থানের ভাগ্য ছাড়ে, দিন দিন দুঃখ বাড়ে,
দীনতাতে করে তাহা গ্রাস॥

রাজা কি ওমরাও যত, উন্নত বিনত গত,
হলে তাহে ক্ষতি নাহি হয়।
কথায় কথায় হয়, কথায় কথায় লয়,
তার জন্য দুঃখী কেহ নয়॥

কিন্তু কর অনুভব, সাহসিক কৃষি সব,
আপনার দেশের গৌরব।

নষ্ট হলে একবার, কভু তাহা পুনর্ব্বার,
ঘটনের না হয় সম্ভব ॥

ইংলণ্ডেতে এককালে, সুখী ছিল প্রজাকুলে,
দুঃখের না ছিল সূত্রপাত।
দুই বিঘা ভূমি যার, ছিল পূর্ব্বে অধিকার,
তাহাতেই হৈত দিনপাত ॥

স্বল্প পরিশ্রম দেবী, সকলে যাঁহারে সেবি,
প্রাপ্ত হৈত স্বাস্থ্যরূপ ধন।
জীবন ধারণ যোগ্য, দিতেন সবারে ভোগ্য,
অধিক না করি বিতরণ ॥

ছিল না এসব ভঙ্গি, সে কালের সৎসঙ্গি,
নির্দ্দোষ নিরোগ কলেবর।
চিন্তা নাহি ছিল অর্থ, সেই ছিল পরমার্থ,
অন্য অর্থ অনর্থ আকর ॥

কিন্তু এবে সে সময়, হইয়াছে বিনিময়,
কৃষিরা হয়েছে দেশহীন।
বাণিজ্যের অনুচর, নির্দয় সওদাগর,
গ্রাসিছে প্রদেশ দিন দিন ॥

তৃণপূর্ণ ক্ষেত্র পার্শ্বে, ক্ষুদ্র পল্লীগণ হর্ষে,
বিরাজিত ছিল যেই স্থানে।

অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি, বিপুল বিভব আসি,
অবস্থিতি করিছে এক্ষণে ।।

ঐশ্বর্য্যভোগের সখা, অভাব দিতেছে দেখা,
স্পষ্টরূপে দিন দিন তথা।
ধন অহঙ্কার জন্য, নির্ব্বোধে সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণ,
ক্লেশ পূর্ণ আছয়ে সর্ব্বথা ।।

ছিল শস্যশালি দেশ, পেয়ে যার সমাবেশ,
স্থাস্থির সময় সমুদিত।
শান্তি সুখ অভিলাষ, করিত হৃদয়ে বাস,
অল্পে যাহা হইত পুর্ণিত ।।

স্বাস্থ্যকর ক্রীড়াবেশে, সর্ব্বদা আনন্দরসে,
মগ্ন ছিল শান্তিময় স্থল।
সে সব আনন্দাভাষ, মুখচন্দ্রে সুপ্রকাশ,
তৃণভূমি যাহাতে উজ্জ্বল ।।

কিন্তু সেই সুখ সব, হইয়াছে দূরীভব,
সানুকূল কূলের আশ্রয়ে।
কৃষকের ব্যবহার, আহ্লাদ আমোদ আর,
দৃষ্ট নাহি হয় এসময়ে ।।

অবরণ প্রিয়ধাম, অশেষ সুখের গ্রাম,
আহ্লাদের কাল উৎপাদিতা।

মনঃ প্রাণ স্নেহ শোক, তাহাতে সব বালক,
ছিল সদা পূর্ণ অধিকারী।
শুদ্ধ আন্তরিক ভাব, হয় মনে অনুভাব,
আবির্ভাব ছিল স্বর্গোপরি॥

যেন কোন ধরাধর, ভয়ঙ্কর উচ্চতর,
শৃঙ্গ যার উঠেছে গগণে।
গিরিগুহা ভেদ করি, মধ্যস্থলে রাখে ধরি,
ভয়ানক প্রচণ্ড পবনে॥

যদিও সে শৃঙ্গমাঝে, কত মেঘমালা সাজে,
বহু দূর হইয়া বিস্তার।
তথাপি উজ্জ্বল করি, তাহার মস্তকোপরি,
দিবাকর থাকয়ে প্রচার॥

পথপার্শ্বে আছে যথা, কণ্টকের রোধ পোতা,
মাঝেং বন আছে তার।
ফুটেছে কণ্টক ফুল, শোভার নাহিক তুল,
কিন্তু তাহে নাহি উপকার॥

তথায় কি পরিপাটী, গোলমেলে এক বাটী,
গ্রাম্য শিক্ষকের বাসস্থান।
ক্ষুদ্র এক বিদ্যালয়ে, সর্ব্বদা বালকচয়ে,
করিতেন তিনি শিক্ষা দান॥

দারুণ নিয়ম তাঁর, অতি দৃঢ় ব্যবহার,
গম্ভীর প্রকৃতি অতিশয়।
ভালরূপে আমি তাঁরে, জানিতাম নিজান্তরে,
আর দুষ্ট বালকনিচয়॥
তাঁহার প্রতাপভয়ে, কম্পিত বালকচয়ে,
প্রভাতে আসিয়া বিদ্যালয়।
দেখিয়া শিক্ষক-মুখ, দিবসের দুঃখ সুখ,
পূর্ব্বেতেই করিত নির্ণয়॥
অনেক তামাসা তাঁর, ছিল সদা ব্যবহার,
বালকেরা শুনি সে রহস্য।
কম্পিত আনন্দভরে, সকলেতে একেবারে,
করিতেন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য॥
হইলে তাঁহার রাগ, সর্ব্ব কর্ম্ম করি ত্যাগ,
শশব্যস্ত বালকমণ্ডলে।
এ বলে উহার কাণে, ভয়ঙ্কর কথা শুনে,
কাণাকাণি হয় সর্ব্বস্থলে॥
তবু তাঁর ছিল দয়া, যদিও কঠিন কায়া,
দিতেন যন্ত্রণা ছাত্রগণে।
সে নহে তাঁহার দোষ, বিদ্যাতে অতি সন্তোষ,
ছিল তাঁর দোষের কারণে॥

গ্রামবাসি লোক যত, হয়ে মহা পুলকিত,
কহিত তাঁহার বিদ্যা কত।
ফলতঃ নিশ্চয় মানি, লিখিতে জান্‌তেন তিনি,
অঙ্কও ছিলেন কিছু জ্ঞাত॥

জানিতেন ভুমিকালি, টরম* দিতেন বলি,
জোর ভাটা হবে যে সময়ে।
গল্প শুনা আছে তাঁর, জ্ঞান ছিল চমৎকার,
স্থূলবস্তু মাপের বিষয়ে॥

করিতে শাস্ত্রবিচার, পুরোহিত সদা তাঁর,
নিপুণতা করিত স্বীকার।
হলে পরে পরাজয়, তথাপিহ ক্ষান্ত নয়,
অনর্গল চলেছে বিচার॥

বড়২ লম্বা কথা, যোগ করিতেন তথা,
অভ্যাস আছিল যাহা পূর্ব্বে।
সেই বজ্রতুল্য শব্দ, শুনিয়া অমনি স্তব্ধ,
পার্শ্ববর্ত্তি কৃষকেরা সর্ব্বে॥

তথাচ দেখিছে তারা, আশ্চর্য্য বিচার ধারা,
ভাবিতেছে সবে মনে মনে।

* যে দিনে আফিস কিম্বা বিচারালয় বন্দ হয়।

কিরূপে এ ক্ষুদ্র শিরে, এত বিদ্যা বুদ্ধি ধরে,
বিস্ময় হতেছে কৃষিগণে ॥
কিন্তু তাঁর যশঃ যত, সকলি হয়েছে গত,
কিছু আর চিহ্ন নাই তার।
যে স্থানে বিচার জিনি, যশঃ পেয়েছেন তিনি,
সে স্থান স্মরণ নাই আর ॥

এই যে কণ্টক তরু, মস্তক হইয়া গুরু,
উঠিয়াছে অনেক উচ্চেতে।
যাইতে যাইতে স্পষ্ট, নয়নে হইত দৃষ্ট,
লেখা ছিল কাষ্ঠ ফলকেতে ॥*

তথা ছিল সুরালয়, নাহি আর এসময়,
হইয়াছে তাহার পতন।
প্রাচীনেরা মহানন্দে, সহাস্য যুবকবৃন্দে,
তথায় করিত আগমন ॥

গ্রাম্য রাজনীতিজ্ঞেরা, অতি গম্ভীর চেহারা,
গল্প করিতেন তথা আসি।
সুরাপেক্ষা পুরাতন, সংবাদ প্রবীণগণ,
বলিতেন আনন্দেতে ভাসি ॥

* সুরালয়ের সম্মুখে কাষ্ঠের উপরে (" Three Pigeons") থ্রি পিজিএন্স এইরূপ নাম লেখা ছিল।

যথায় বান্ধব সব, করিতেন মহোৎসব,
সেই ভোজ-গৃহের কি শোভা।
বন্ধু ইচ্ছা হয় দেখি, খুলিয়া মানস আঁখি,
সেই গৃহ-শোভা মনোলোভা॥

প্রাচীরেতে চূণকাম, সুশোভিত সেই ধাম,
মেঝে তার বালিতে রচিত।
পরিষ্কার ঘড়ী ঠিক্, চলিতেছে টিক্ টিক্,
দ্বারের পশ্চাতে অবিরত॥

সিন্দুক গড়া কৌশলে, দুই কর্ম্ম তাতে চলে,
যখন যেমন প্রয়োজন।
রাত্রিযোগে শয্যা হয়, দিবসেতে তাহা নয়,
স্তরযুক্ত সিন্দুক তখন॥

কত ছবি কত স্থান, রহিয়াছে লম্বমান,
শোভা আর ব্যবহার জন্য।
দ্বাদশ উত্তম বিধি,* রহিয়াছে নিরবধি,

---

* দ্বাদশ উত্তম বিধি, ইংলণ্ডাধিপতি চার্লস নৃপতি-কর্তৃক প্রচলিত হয়, যথা ১, সুরাপানে অনুরোধ করিও না। ২, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিও না। ৩, রাজ-কার্য্যে হস্ত দিও না। ৪, গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিও না। ৫, বিবাদের চেষ্টা করিও না। ৬, ভাল মন্দ বিচার

রাজহংস ক্রীড়া* অসামান্য ॥

যখন দারুণ শীত, কয়ে সবে কম্পান্বিত,
তদ্ভিন্ন অন্য সব কালে।
অনল কুণ্ডেতে চারু, বিবিধ কুসুমতরু,
শোভা করে শাখা পুষ্পদলে ॥
ধূমপথে সারি সারি, বিজ্ঞতা প্রকাশ করি,
ভাঙ্গা কাঁচপাত্র গুলি সব।
সুসজ্জিত করা আছে, ঝক্‌মক্ করিতেছে,
দেখে হয় শোভা অনুভব ॥
বৃথা সে ক্ষণিক শোভা, ফল তায় আছে কিবা,
কিবা তাহে আছে উপকার।
সেই সব শোভাহতে, ভগ্নগৃহ কোন মতে,
যদ্যপি না হইল উদ্ধার ॥
ফলে তার বহু চিহ্ন, হইয়াছে ছিন্ন ভিন্ন,
আর তার নাই সে প্রভাব।
নির্ধনির চিত্তে আর, তার কোন উপকার,
দণ্ডেক না হবে আবির্ভাব ॥

করিও না। ৭, মন্দমত অবলম্বন করিও না। ৮, অসৎ সঙ্গে বাস করিও না। ৯, কুকর্ম্মে উৎসাহ দিও না। ১০, অতিশয় ভোজন করিও না। ১১, শোকজন্য অনুতাপ করিও না। ১২, কোন বিষয়ে পণ রাখিও না।

* পাশাখেলার ন্যায় এক প্রকার ক্রীড়া বিশেষ।

দিবসের শ্রমক্লেশ, বিস্মৃত হইতে শেষ,
কৃষকেরা তথা না আসিবে।
কৃষক-সংবাদ বলে, নাপিত গল্পের ছলে,
ব্যাধ গান করি না তুষিবে॥

না আসিবে কর্ম্মকার, করি অগ্রে পরিষ্কার,
ভস্মমাখা আপন বদন।
তথায় প্রকাণ্ড কায়, বিস্তীর্ণ করি ধরায়,
না করিবে সে সব শ্রবণ॥

সুরা বিতরণকারি, যিনি আনন্দের বারি,
দিতেন সবার করে২।
আর কভু সুরালয়ে, না দেখিব এসময়ে,
পরিচর্য্যা করিতে তাহারে॥

আর সে লজ্জিতা নারী, অনিচ্ছা প্রকাশ করি,
পানপাত্র ধরিয়া স্বকরে।
বহু অনুরোধ পরে, কিঞ্চিৎ চুম্বন করে,
অর্পণ না করিবে অন্যেরে॥

করুক ধনিরা শ্লেষ, করুক গর্ব্বিরা দ্বেষ,
এসব সামান্য সুখপ্রতি।
যে সুখে হয়ে মগন, করিত কালহরণ,
সদা সেই নম্রশীল জাতি॥

আমার সে মনোরম, শিল্পাপেক্ষা প্রিয়তম,
বিন্দুমাত্র স্বভাবের শোভা।
তার কাছে শিল্পকার্য্য, যত আছে আশ্চর্য্য,
কিছুমাত্র নাহি ধরে প্রভা॥

স্বভাব বিরাজে যথা, আনন্দ আসিয়া তথা,
অনায়াসে হয় সুসঞ্চার।
প্রথমে স্বভাব কার্য্য, হৃদয়েতে করে রাজ্য,
এইহেতু বশ হই তার॥

স্বভাব মনের সঙ্গে, ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে,
যখন না থাকে চিন্তাভার।
কেহ তার দ্বেষী নয়, নির্ব্বিঘ্নেতে ভোগ হয়,
সর্ব্বস্থানে আছে সুবিস্তার॥

কিন্তু ঘোরতর কাণ্ড, যাত্রা নাচ বাদ্য ভাণ্ড,
মধ্যরাত্রে ছদ্মবেশ ধরি।
ঘোর ঘটা সমারোহ, করে যাহা ধনমোহ,
বাতিকের সুখস্বপ্ন হেরি॥

মনোরথ পরিপূর্ণ, অর্দ্ধেক না হতে তূর্ণ,
কাবু হয় সুখান্বেষিগণ।
ক্লেশকর মহামোদ, ক্রমে হয় দুঃখবোধ,
বিপরীত ঘটিয়া তখন॥

দরিদ্র পথিক যারা, তাঁহার ভবন তারা,
জানিত আসিত বারম্বার।
তাঁহাদের পথশ্রান্তি, করিতেন সব শান্তি,
ভ্রান্তিহেতু করি তিরস্কার॥
এক বৃদ্ধ দীনহীন, স্মৃত ছিল বহু দিন,
অতিথি হইত তাঁর বাটী।
বক্ষে তার দুলিতেছে, লম্বা দাড়ি ঝুলিতেছে,
দেখাইছে অতি পরিপাটী॥
অপব্যয়ি ধনীজন, নাশিয়া সর্ব্বস্ব ধন,
গর্ব্ব খর্ব্ব হইত যখন।
তখন চিনিয়া তারে, কুটুম্ব বলিয়া দ্বারে,
আইলে সে পাইত যতন॥
অঙ্গহীন এক সৈন্য, দেখি তার অতি দৈন্য,
দয়াভাবে বসিতে বলায়।
অগ্নিকুণ্ড পার্শ্বে বসি, গল্প করি বহুনিশি,
যাপন করিত তদালয়॥
দেখাইত নিজাঘাত, করি বহু অশ্রুপাত,
শোক-গল্প হলে সমাপন।
নিজ যষ্টি স্কন্ধে দিয়া, দেখাইত দূরে গিয়া,
যে রূপেতে জয় হয় রণ॥

যাজক তাহার প্রতি, হইয়া সম্পূর্ণ প্রীতি,
প্রফুল্লিত হয়ে সে সময়।
অতিথির দুঃখ শুনি, বিস্মৃত হতেন তিনি,
তাহাদের দোষ সমুদায়॥

দোষ গুণ যত যার, বিচার না করি তার,
ঔদাস্য করিয়া তৎসর্ব্বে।
দয়ায় মোহিত মনঃ, করিতেন বিতরণ,
দান ইচ্ছা হইবার পূর্ব্বে॥

বুঝিয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্ম, নাশিতে দীনের দুঃখ,
অন্তরেতে ছিল অনুরাগ।
যদি তাঁর দোষ থাকে, সে দোষ ধর্ম্মের পাকে,
ধর্ম্ম তার হয় বহুভাগ॥

কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য, অনুরাগী সম্পূর্ণ,
উদ্যোগী ছিলেন সর্ব্বক্ষণ।
সকলের মঙ্গলার্থ, করিতেন সদা তত্ত্ব,
প্রার্থনা ভাবনা ও রোদন॥

যেমন বিহঙ্গদলে, প্রবৃত্তি প্রদানছলে,
নানা স্নেহ করিয়া প্রকাশ।
নবীন শাবকগণে, উড়াইতে সযতনে,
চেষ্টা করে যথায় আকাশ॥

সেইরূপ সুকৌশলে, বিলম্ব দেখিলে ছলে,
করিতেন বহু তিরস্কার।
দেখাইয়া স্বর্গলোভ, নাশিয়া সকল ক্ষোভ,
পথদর্শী হতেন সবার ॥

জীবন বিচ্ছেদকালে, সন্তাপে তাপিত হলে,
পাপভয় হইয়া উদয়।
ধর্ম্মের শিক্ষক হর্ষে, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে,
দাণ্ডাইয়া দিতেন অভয় ॥

মান্যমান ধর্ম্মবীর, উপদেশ দিয়া স্থির,
করিতেন অন্তর প্রচুর।
তাঁহার প্রভাবগুণে, বিচ্ছেদ উদ্যত প্রাণে,
নৈরাশ সন্তাপ হৈত দূর ॥

কম্পিত পাতকি জনে, মুক্তিজন্য নিজ মনে,
উপস্থিত হইত সান্ত্বনা।
মৃদুস্বরে করি রব, করিত ঈশ্বরে স্তব,
মৃত্যুকালে পাপির রসনা ॥

যখন ভজনাগারে, যাইতেন হৃষ্টান্তরে,
বিনীত প্রশান্ত বেশ ধরি।
তখন পবিত্র ধাম, সুশোভিত অনুপম,
করিত সে বদন মাধুরী ॥

রসনাহইতে তাঁর, উপদেশ দ্বি প্রকার,*
অনর্গল হইত নির্গত।
শুনি সেই উপদেশ, পাষণ্ডে ত্যজিয়া শ্লেষ,
অবশেষ প্রার্থনা করিত ॥

উপাসনা হলে ভঙ্গ, করিবারে তৎসঙ্গ,
দয়ালু ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে।
নিতান্ত হইয়া ব্যগ্র, আসিত তাঁহার অগ্র,
দৌড়াইয়া প্রত্যেক কৃষকে॥

বালক মণ্ডলী যত, প্রেমানন্দে হয়ে রত,
শীঘ্র তাঁর নিকটেতে আসি।
তাঁহার বসন ধরি, টানিত তামাসা করি,
তাহা হেরি উভয়েয় হাসি ॥

মুখে তাঁর সদা হাসি, যেন পিতৃস্নেহ-রাশি,
প্রকাশ করিত নিরন্তর।
তাহাদের শুভ শুনি, প্রফুল্ল হতেন তিনি,
দুঃখে অতি দুঃখিত অন্তর ॥

---

* তাঁহার উপদেশের দ্বিবিধ শক্তি ছিল; প্রথমতঃ, তদ্দ্বারা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের মনে ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইত। দ্বিতীয়তঃ, তদ্দ্বারা অধার্ম্মিকগণের অবিশ্বাস নাশ হইত।

হায়২ কোথা তবে, কোথা দীনহীন সবে,
প্রাপ্ত হবে আশ্রয়ের স্থান।
ধানি প্রতিবাসি-গর্ব্বে, পীড়িত হইয়া সর্ব্বে,
কোন্ স্থানে করিবে প্রস্থান॥

যদি কোন তৃণভূমি, নাহি যার কোন স্বামী,
কোন দিকে নাহি আবর্ত্তন।
কৃষিগণ যদি তত্র, খাওয়াইতে তৃণপত্র,
লয়ে যায় নিজ পশুগণ॥

তবে সেই ধনস্বামী, সেই অনাবৃত ভূমি,
ভাগ করি লইবে স্বগণে।
পতিত তৃণের ক্ষেত্র, তারো অধিকার পাত্র,
কিছুমাত্র নহে কৃষিগণে॥

যদ্যপি নগরে যায়, তথায় কি অধস্থায়,
থাকে দেখ কৃষকমণ্ডল।
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ, বিপুল ধনের যোগ,
দেখি তাহাদের কিবা ফল॥
সহস্রং শিল্প, কেবল অহিত কল্প,
একত্রেতে হয়েছে সংযোগ।
সুখভোগ উপভোগে, কত লোক নানা রোগে,
মরিতেছে করি দুঃখভোগ॥

আমোদে উন্মত্ত যারা, অবিচ্ছেদে দেখ তারা,
যে সব আনন্দ ভোগ করে।
নিজ প্রতিবাসী সবে, মজাইয়া দুঃখার্ণবে,
তাহাদের সুখৈশ্বর্য্য হরে॥

হেথা দেখ সভাসদ, কিবা শোভা পরিচ্ছদ,
পট্টবস্ত্র করে ঝলমল।
ওখানেতে শিল্পকরে, শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করে,
যদিও পীড়িত হীন বল॥

এখানেতে মহাধনী, সঙ্গেতে কিঙ্কর-শ্রেণী,
জাঁকযমকের নাহি সীমা।
ওখানে রাস্তার ধার, করিয়াছে অন্ধকার,
ফাঁসি কাষ্ঠ শমন-প্রতিমা॥

এখানে আরামধামে, রজনী দ্বিতীয় যামে,
মূর্ত্তিমতী আমোদ বিরাজে।
গৃহ অতি সুসজ্জিত, যথা হয় উপস্থিত,
ধনিগণ বিশিষ্ট সুসাজে॥

উজ্জ্বল চকের ঘরে, কেবা সে বর্ণন করে,
ঘোর ঘটা মহা ধূম ধাম।
গাড়ীর ঘর্ ঘর্ শব্দ, শুনিলে অমনি স্তব্ধ,
আলো জ্বলিতেছে অবিশ্রাম॥

এরূপ প্রমোদ রঙ্গ, কিছুতে না হয় ভঙ্গ,
উদ্বেগ আতঙ্ক আগমনে।
হেরিলে সে মহামোদ, মনে হয় হেন বোধ,
আমোদিত আছে সর্ব্বজনে ॥

কিন্তু এই অনুভব, কিরূপে হবে সম্ভব,
দেখ দেখি ফিরিয়া নয়ন।
ঐ দীনহীনাঙ্গনা, শীতেতে কম্পায়মানা,
নাই যার বসন ভবন ॥

এক কালে সেই নারী, পল্লি গ্রামে বাস করি,
খাদ্যসুখে ছিল মহাসুখী।
নির্দ্দোষির দুঃখ শুনি, কাঁদিয়াছে সে রমণী,
এবে কান্না পায় তারে দেখি ॥

তাহার সামান্য রূপ, কুটীরের অনুরূপ,
শোভা তথা আছিল প্রচুর।
যেমন কণ্টকমাঝে, কণ্টক কুসুম সাজে,
শোভা তার হয় সুমধুর ॥

এক্ষণে সে দীনাঙ্গনা, আত্মীয় বান্ধবহীনা,
নারীধর্ম্ম হইয়াছে নষ্ট।
যে তারে হরণ করে, পড়িয়া তাহার দ্বারে,
অবিশ্রান্ত পাইতেছে কষ্ট ॥

শীতেতে কম্পিত কায়, বৃষ্টিতে কুণ্ঠিতাপ্রায়,
নিরাশ্রয় রয়েছে পড়িয়া।
আক্ষেপ করিছে মনে, আহা কি অশুভক্ষণে,
আসিয়াছি সকল ত্যজিয়া॥
নগর দর্শন আশ, উঠিল হৃদয়াকাশ;
না ভাবিয়া না বুঝিয়া স্থির।
কেন বা চরকা ত্যজি, কেন বা নাগরী সাজি,
বাটীহতে হয়েছি বাহির॥
বল প্রিয় অবরণ, তোমার যে আভরণ,
প্রিয় সন্তানেরা কোথা বল।
না হইয়া দেশত্যাগি, সে নারীর ক্লেশ ভাগী,
তব কন্যাগণ কি হইল॥
অথবা এখনো তারা, অশন বসনহারা,
হয় শীত ক্ষুধায় কাতর।
ধন গর্ব্বিতের বাসে, অল্প খাদ্য অভিলাষে,
গেছে কি সে সন্তান নিকর॥
তাহা নয় দূরদেশ, ছাড়িয়া গিয়াছে দেশ,
ঘোরতর ভয়ঙ্কর স্থলে*।

* লিসয়বাসি কৃষিগণ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তর আমেরিকার জর্জ্জিয়া প্রদেশে যাত্রা করে। সেই দেশ তৎকালে অসভ্য মনুষ্যনিচয়ে পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল।

গেছে তারা যেই স্থান, মাঝে তার ব্যবধান,
হয়েছে অর্দ্ধেক ভূমণ্ডলে* ॥

না চলে চরণ ক্লেশে, গ্রীষ্ম মণ্ডলের দেশে,
মন্দ মন্দ করিতেছে গতি।
দেখিয়া দুঃখিত হৃদি, অরণ্যে আলতামা-নদী, †
অশ্রুধারা বহিতেছে অতি ॥

পূর্ব্বে ছিল যত শোভা, তাহাদের মনোলোভা,
বিভিন্ন হয়েছে এইক্ষণে।
ভীষণ অর্ণবকূল, সদা হয় শঙ্কাকুল,
নানাবিধ ভয়ের কারণে ॥

তথায় প্রচণ্ড রবি, অনল সমান ছবি,
ঋজুভাবে দিতেছে কিরণ।
অসহ্য ভাস্কর-কর, দগ্ধ করে কলেবর,
ভয়ঙ্কর কর বরিষণ ॥

সে সব নিবিড় বন, যার মাঝে পক্ষিগণ,
বিস্মরণ হয় নিজ গান।

---

* আইয়ারলণ্ড হইতে আমেরিকা প্রায় ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ পথ হইতে পারে।

† উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেড্ এস্টেট্স দেশের অন্তর্গত জর্জিয়া প্রদেশের মধ্যে আলতামা নামে একটি নদী আছে।

নাহি করি কলরব, নিদ্রালু বাদুড় সব,
ঝাঁকে২ আছে লম্বমান ॥
সে সব বিষাক্ত রাজ্য, বিষবৃক্ষ অনিবার্য্য,
বাড়ে যথা হয়ে তেজঃশালী।
যথা কৃষ্ণবর্ণ সর্প,* করিতেছে মহা দর্প,
সাক্ষাৎ কালান্ত যারে বলি ॥
অজ্ঞাত পথিকগণ, সদা সশঙ্কিত মনঃ,
প্রতিপদ নিক্ষেপের কালে।
পাছে কালসর্প-খল, শব্দ করি খল্ খল্, †
জাগরিত হয় বৃক্ষতলে ॥
যথায় কুঞ্চিত হয়ে, ব্যাঘ্র সব আছে শুয়ে,
হতভাগ্য শীকারের আশে।
অসভ্য মানবচয়, তাহাপেক্ষা নিরদয়,
পথিকেরে নাশে অনায়াসে ॥
প্রচণ্ড ঘূর্ণিত বায়ু, তৎক্ষণাৎ নাশে আয়ুঃ,
যে পড়ে উন্মত্ত সেই বেগে।

* কৃষ্ণবর্ণ সর্প দংশনের পরে বৃশ্চিকের ন্যায় লাঙ্গুলের হুলদ্বারা বিষ ঢালিয়া দেয়, তাহাতে অত্যন্ত যাতনা হয়।

† আমেরিকা-খণ্ডে এক জাতীয় ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সর্প আছে, তাহার লাঙ্গুলের উপরিস্থ শল্ক সকল পরস্পর আঘাত প্রাপ্তে খড়২ শব্দ করে।

দিগন্তের শোভাকাণ্ড, করিতেছে লণ্ডভণ্ড,
আকাশ সহিত মহারাগে ॥
পূর্ব্বের কি রম্যস্থল, শোভা অতি সুনির্ম্মল,
বিপরীত হয়েছে এক্ষণে।
ক্ষুদ্র নদী সুশীতল, তৃণভূমি সুকোমল,
আচ্ছাদিত হরিত বসনে ॥
মন্দ বায়ু প্রবাহিত, মন্দ মন্দ আন্দোলিত,
বিহঙ্গ-কূজিত কুঞ্জবন।
যথায় নির্জ্জন বনে, প্রেমিকেরা সঙ্গোপনে,
হরিত নির্দ্দোষ প্রেমধন ॥
দয়াময় দীননাথ, যেই দিন অকস্মাৎ,
তারা সবে হইল নির্ব্বাস।
কত শোক অন্ধকারে, রাখিল আচ্ছন্ন করে,
তাহাদের হৃদয়-আকাশ ॥
পূর্ব্বের আনন্দ যত, সকলি হইল গত,
দেশান্তর হইল যখন।
নিকুঞ্জের চারিধারে, কতই বিলম্ব করে,
স্নেহভরে করিল ঈক্ষণ ॥
বহু বিলম্বেতে শেষে, বিদায় হইয়া দেশে,
বৃথায় বাসনা করে মনে।

পশ্চিম সাগর পারে,* যেন সবে পেতে পারে,
এরূপ নিকুঞ্জ সেই স্থানে ॥

দূরস্থ জলধিজল, হেরে আঁখি ছল ছল,
কিরূপে হইবে সবে পার।
একবার ফিরে আসে, চক্ষুজলে বক্ষঃভাসে,
পুনঃ যায় আসে পুনর্ব্বার ॥
এক বৃদ্ধ অতি ভদ্র, পরদুঃখে হয়ে আর্দ্র,
বহুক্ষণ করিয়া রোদন।
প্রস্তুত হইল যেতে, নব প্রাপ্ত পৃথিবীতে, †
করি সবে বিদায় গ্রহণ ॥

ছিল বহু ধর্ম্মবল, মনঃ তাহে অচঞ্চল,
আত্মহেতু না ছিল ভাবনা।
এদেহ হইলে নাশ, হয় যেন স্বর্গবাস,
এই মাত্র মনের বাসনা ॥

তার প্রিয়োত্তমা কন্যা, সুন্দরীর অগ্রগণ্যা,
অশ্রুনীরে আরো প্রিয়তর।

* অর্থাৎ ইউরোপের পশ্চিম দিক্‌স্থ আটলান্টিক সমুদ্র পারে আমেরিকা দেশে।

† আমেরিকাখণ্ড কলম্বসকর্ত্তৃক ১৭৯২ সালে প্রকাশ হওয়াতে নূতন পৃথিবী নামে খ্যাত হইয়াছে।

নিরাশ্রয় বৃদ্ধকালে, পিতার সঙ্গেতে চলে,
ভালবাসি পিতারে বিস্তর ॥

নীরব হইয়া বালা, রূপলাবণ্যেতে হেলা,
করিয়া যাইছে তৎপরে।
ত্যজিয়া প্রেমিক স্নেহ, পিতৃ-স্নেহে সুপি দেহ,
তাঁর সহ যায় অতঃপরে ॥

মাতা অতি উচ্চৈঃস্বরে, কাঁদিছে বিলাপ করে,
নিজ দুঃখ করিয়া বর্ণন।
বলে এ কুটীর ধন্য, যথা সুখ সম্পূর্ণ,
হয়েছিল সকলি ঘটন ॥

অবোধ সন্তান সবে, সজল নয়নে তবে,
চুম্বন করিছে বারম্বার।
ধারণ করিয়া বক্ষে, অশ্রুধারা বহে চক্ষে,
দুঃখেতে দ্বিগুণ প্রিয় তার ॥

তার প্রিয়বর স্বামী, হয়ে স্নেহ-অনুগামী,
সেই শোক করিতে মোচন।
আপন প্রিয়ার কাছে, নীরব হইয়া আছে,
এত দুঃখে অচঞ্চল মনঃ ॥

আরে রে ঐশ্বর্য্যভোগ, তোর জন্য এত ভোগ,
অভিশপ্ত তুই ভূমণ্ডলে।

না ছিল দুঃখের লেশ, তোর আগমনে শেষ,
এত ক্লেশ ঘটিল কপালে ॥
এই কি রে তোর কর্ম্ম, নাহি কিছু দয়া ধর্ম্ম,
মুগ্ধ করি আনন্দেতে আগে।
আমোদ আহ্লাদ কত, বিস্তারিয়া শত শত,
বিনষ্ট করিস্ শেষভাগে ॥

তোর হতে রাজ্য বৃদ্ধি, সে যেমন হয় বৃদ্ধি,
রোগ বৃদ্ধে পুষ্ট হয় নর।
বল বীর্য্য ধন গর্ব্বে, কিছু দিন থাকে সর্ব্বে,
কিন্তু তাহা ব্যাধির আকর ॥

ক্রমেতে হয় উন্নতি, যেমন প্রকাণ্ড অতি,
বৃক্ষ এক অন্তরেতে শূন্য।
সেইরূপ সে সম্পদ, কেবল শোক-আস্পদ,
বৃদ্ধি বলি নাহি হয় গণ্য ॥

ক্রমে তার শক্তি হ্রাস, ক্রমে হয় বল নাশ,
সর্ব্ব স্থান হয় অতি ক্ষীণ।
ক্রমে২ অধোগতি, করে তব রাজ্যোন্নতি,
উন্নত থাকিয়া কিছু দিন ॥

কেবল কৃষককুল, হইবারে নির্ম্মূল,
উপক্রম হয়েছে সম্প্রতি।

অদ্যাপি অর্দ্ধেক অংশ, হইয়াছে মাত্র ধ্বংশ,
কিছুতেই নাহি অব্যাহৃতি ॥

এখনো এখানে আমি, চিন্তাপথ অনুগামী,
হয়ে করিতেছি দরশন।
দেখি দহিতেছে মর্ম্ম, কৃষকের যত ধর্ম্ম,
দেশান্তরে করিছে গমন ॥

ঐ দেখ সিন্ধুজলে, গভীরে নঙ্গর ফেলে,
নাবিকে দিতেছে পাল তুলে।
প্রবল অনিলাঘাতে, লোক জন অপেক্ষাতে,
পত পত উড়িছে বিফলে ॥

ক্রমশঃ সমুদ্রকূলে, শোকাকুল কৃষিদলে,
ম্লানভাবে হয় অগ্রগামী।
তীরহতে উত্তরিল, জাহাজেতে আরোহিল,
অন্ধকার করি তীর-ভূমি ॥

সন্তোষ শ্রমের সঙ্গে, আতিথ্য পালন রঙ্গে,
সেই স্থানে হয় দরশন।
দাম্পাত্য কোমল স্নেহ, অনুরাগ তৎসহ,
করে তথা চরণ চালন ॥

ভক্তি শ্রদ্ধা সুবিশ্বাস, স্বর্গবাস অভিলাষ,
দৃষ্ট হইতেছে সেই স্থানে।

দৃঢ়তর রাজভক্তি, সুবিশ্বস্ত আনুরক্তি,
দেশত্যাগী হতেছে এক্ষণে ॥
মধুর কবিতা শেষ, ত্যজিলেক এই দেশ,
সর্ব্বমনোমোহিনী কামিনী।
যথায় ইন্দ্রিয়সুখ, তথাহতে পরাঙ্মুখ,
অগ্রে হয় মধুর ভাষিণী ॥
হইয়াছে লোকাচার, লজ্জাকর কদাচার,
একালেতে তব আলোচনা।
তব রসাস্বাদ চেষ্টা, করণেতে সুপ্রতিষ্ঠা,
হইবার নাহি সম্ভাবনা ॥
মনোরমা প্রিয়তমা, সমাজে নিন্দিতা রামা,
আলোচনা-হীনা সুলোচনী।
যখন সমাজে যাই, তব হেতু লজ্জা পাই,
নির্জ্জনেতে গর্ব্ব-স্বরূপিণী ॥
মম সুখ দুঃখ যত, বর্ণন করিব কত,
তুমি তার হও মূলাধার।
পেয়েছ দরিদ্র মোরে, রেখেছ দরিদ্র করে,
পরিবর্ত্ত কিছু নাহি তার ॥
যত বিদ্যা সুখদাত্রী, তুমি তার অধিষ্ঠাত্রী,
উৎকৃষ্টা কর নিজ গুণে।

সকল ধর্ম্মের ধাত্রী, রসানন্দ সুখদাত্রী,
দেহ মোরে বিদায় এক্ষণে ॥
এক্ষণে বিদায় হই, শুন ওহে রসময়ি,
যেখানে তোমার বাক্য শুনি।
তরণী তটিনী তীরে, পেম্বামার্কা শৈলোপরে,*
যেখানে করহ তুমি ধ্বনি ॥
অয়নান্ত বৃত্তোপরে, যে স্থান তপন করে,
অনুক্ষণ হয় সন্তাপিত।
কিম্বা সেই কেন্দ্রালয়, হেমন্তে যে স্থান হয়,
তুষারমণ্ডলে আচ্ছাদিত ॥
কালের মাহাত্ম্য সব, করি অগ্রে দূরীভব,
যদি কেহ তব বাক্য শুনে।
প্রবল তপনতাপ, শীত বাত পরিতাপ,
কিছু তার নাহি থাকে মনে ॥
তোমার প্রবৃত্তি বাক্য, শুনি মনে হয় ঐক্য,
সত্য পুনঃ করিতে গ্রহণ।

* তরণীয় নদী সুইডেন ও রুসিয়াদেশের মধ্যস্থলে সীমাবদ্ধ আছে। পেম্বামার্কা পর্ব্বত দক্ষিণ আমেরিকার কুইটোর নিকটবর্ত্তি এন্দিজ পর্ব্বতের প্রধান শৃঙ্গ, ১,৩৫০ হাত উচ্চ।

তব বাক্য শ্রবণান্তে, শিক্ষা করে যত ভ্রান্তে,
লোভ তৃষ্ণা করিতে বর্জ্জন ॥
মনঃ যার স্বভাবতঃ, সবল থাকে সদত,
সেই তব উপদেশ শুনি।
যদ্যপি নির্ধনী হয়, তথাপি সে সুনিশ্চয়,
সুখী হয় যেন মহাধনী ॥
তোমার বাক্য প্রসাদে, বাণিজ্য রাজ্য সম্পদে,
অতি শীঘ্র প্রাপ্ত হয় লয়।
যেমন সমুদ্র আগে, প্রবল তরঙ্গবেগে,
ভেসে যায় মূষিক আলয় ॥
কি তব বাক্যের শক্তি, শুনিয়া স্বাধীন ব্যক্তি,
লোকাচার লঙ্ঘে অবহেলে।
যেমন তরঙ্গ রঙ্গ; প্রবল মারুত সঙ্গ,
ভঙ্গ হয় ঠেকিয়া অচলে ॥

সমাপ্ত